একটা - দুটো অন্ধকার

ভাস্কর চক্রবর্তী

যে - ছাত্রীটি নিদ্দেশ হয়ে যাবে

কী বুঝেছে সে - মেয়েটি ?
সে বুঝেছে রাজুমামা মায়ের প্রেমিক।

কী শুনেছে সে - মেয়েটি ?
সে শুনেছে মায়ের শীৎকার।

কী পেয়েছে সে - মেয়েটি ?--- সে পেয়েছে জন্মদিন?
চুড়িদার, আলুকাবলি--- কু-ইঙ্গিত মামাতো দাদার।

সে খুঁজেছে ক্লাস নোট, সাজেশন---
সে ঠেলেছে বইয়ের পাহাড়

পরীক্ষা, পরীক্ষা সামনে -- দিনে পড়া, রাত্রে পড়া---
ও পাশের ঘর অন্ধকার

অন্ধকারে সে শুনেছে চাপা ঝগড়া, দাঁত নখ,
ছিন্ন ভিন্ন মা আর বাবার।

‘This is the and noiseless violence in which we live already.’
-Karl Stern

শহরের সমস্যা থেকে পরিত্রাণ - বিষয়ে, প্রায় বছর দুয়েক আগে, এক তাত্ত্বিকের একটা লেখা পড়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে, তিনি জানিয়েছিলেন আমাদের যে, শহরের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে, শহরেরসমস্যাটা শহরের হাতেই ছেড়ে দেওয়া। ---সামাজিক সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা কী করবো তবে ? সমাজতাত্ত্বিকদের বিরামহীন নিমন্ত্রণ করে ধারাবাহিক কথা শুনতে থাকবো তাঁদের? আমাদের সমাজের রূপও বড়ো বিচিত্র। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর কিছুটা তুলসীপাতার মতো। খবরের কাগজ - পড়া একটা সমাজ, রাজনৈতিক সমাজ,ক্লাবের সমাজ, সাধারণ

মানুষের দিন - চলতে - থাকা, না- চলতে - থাকা এক সমাজ, আর এইসব অসমান সমাজেরভেতরে - ভেতরে প্রায় চোরা - চালানো মতো আমাদের ঘরে - ঘরেই হাজার - হাজারে 'অবৈধ প্রণয়' যা আমাদের সমাজের সংরক্ষণশীলতাকে রেখেছে হয়তো, কিন্তু জবর এক বিষধোঁয়া আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে। চাপা আর হিংস্র আমাদের এই সমাজের স ফ াটলগুলো দিয়ে আমরা টের পাই এক বিশাল শান্ত জলদেশের ভিতরকার গুপ্ত জটিল তরঙ্গ যা ক্রমশই উপরিতলের জলরাশির শান্ততাকে বিরক্ত করতে চেয়ে, ধাক্কা খেয়ে, শুধুই ফিরে চলেছেবারবার তলদেশের অস্থির সেই জলতরঙ্গের ভিতরে। --- বহুগামিতা, মানুষের আনন্দ না ট্রাজেডি ? আমি এখনও উত্তর পাইনি, আগামী সপ্তাহের সমুদ্রধারের সন্ধেবেলায়, আশা করছি, উত্তরটা ঠিকই পেয়ে যাবো।

শহরের কথা এইজন্যে লিখলাম যে, কবিতাটা লেখার পাশাপাশি সময়ে, মফস্‌সল শহর থেকে, জয় প্রায়ই, প্রতিদিনই হয়তো বিশাল এই শহরে আনাগোনা করেছে, থিতু হতে চাইছে শহরে, হয়তো হয়েছেও। যদিও এ তো জানা কথাই প্রেম-ভালোরাসা / যৌনতা, গ্রাম বা শহরনির্ভর নয়, তবুও আমাদের হতচকিত মন ঐদিকেই ছুটে চলে, ছুটে চলে মাঝারি ঐ সব মফস্‌সল শহরেও যেখানে এইসব সম্পর্ক আর আহামরি নয়। এছাড়া পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটা শহরই, অনেকদিন অ াগে থেকে, ক্যামু কথিত আধুনিক মানুষে ভর্তি হয়ে গেছে।
নারীর -বিষয়ে, সবকিছুই, ধাঁধা একটা। নীৎশে বলেছিলেন। তবে, আমাদের এই কবিতাটায় দুই ভদ্রমহিলা, মা ওমেয়েকে নিয়ে সেরকম কোনো দুর্বোধ্য ধাঁধা , আছে বলে আমার মনে হয় না। মার 'অবৈধ প্রণয়' বিষয়টা কবিতাটার উপবিষয়ের মতো আর এই উপবিষয়ের প্রতিত্রিয়ায় ঘষটানিতে ছাত্রীটির জীবনে যে ছায়া ঘনিয়ে এসেছে, এ বিষয়টাতেই কবিতাটা দুলে উঠেছে, নড়ে চড়ে বসেছে, এমনকী কথাও বলতে সু করে দিয়েছে। --- এই কথাটা আমাদের মনে রাখা ঠিক হবে যে, এখানে প্রকারান্তরেও , নারীবাদ সম্পর্কে কিছু লিখতে বসাটা একটু পেশী ফোলানোহয়ে যাবে। নারীবাদ এখনও আম াদের মতো সাধারণ মধ্যবিত্তের বসার ঘর দখল করে বসেনি। যেখানে অস্পষ্ট আলো অস্পষ্ট ধারণা, নারীবাদ শব্দটা সেসব ঘরে এখনও অপরিচিত, অপরিচিত তাদের কাছে এই শব্দটার প্রকৃতি আর যাবতীয় বিস্তার সম্পর্কে স্বচ্ছতা। তবে, একটা ঝুঁকি নিয়ে অবশ্য বলা যেতে পারে, 'নারীরাই নারীদের প্রধান শত্রু আর একথাটা পুষদের বানানো'--- এমন সব হ াততালি - মার্কা ডায়ালগের সঙ্গে 'মালের চেয়েও ছোট্ট জীবনটায়' আমরা যদি শান্ত সহিষ্ণু ধৈর্যশীল হয়ে, আরো একটু সুন্দরভাবে, মানুষে- মানুষের উন্নত সম্পর্কের কথা ভাবতে পারতাম তাহলে মণীষীদের কাজ আর শতাব্দী - শতাব্দীব্যাপী পড়ে থাকতো না।

"If you ask me where I have been
I must say "It so happens."…
If you ask me where I came from, I have to converse with Broken things…
With utensils bitten to excess,
With great beasts frequently rotted
And with my anguished heart."
- Pablo Nerwda

জীবনের প্রথম কবিতাটাই আমাদের চমৎকৃত করে যিনি সিলিং ফ্যান নিয়ে লিখে ফেলেছিলেন, আমাদের ভাষায় তার কবিতা লিখতে আসা একটা আবির্ভাবই বটে। কিশোর জয় গোস্বামী, মধ্যবয়সী জয় গোস্বামীর সেইসব কবিতা আজ কিংবদন্তী। ইতিহাস। এমন কবিতার বইও জয়ের আছে, যে বইয়ের কোনো হেলে পড়া কবিতা আমাদের চোখে পড়েনি। যেমন 'প্রত্নজীব', যেমন 'উন্মাদের পাঠক্রম,' 'ভুতুম ভগবান' -এর অধিকাংশ কবিতা। এখনও জয়ের কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো কবিতা ছিটকে এসে আমাদের পুনর্ভাবিত করে, বিমূঢ় করে। 'আজ যদি আমাকে জিগ্যেস করো' কাব্যগ্রন্থের 'যে - ছাত্রীটি নিদ্দেশ হয়ে যাবে' কবিতাটা নিঃসন্দেহে সেইরকমই একটা কবিতা।

কবিতার থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা কী চাই ? আনন্দ ? যে আনন্দকে ছুঁয়ে আছে সুন্দর? যে সুন্দরকে ধারণ করে আছে

প্রতিমুহূর্তের প্রতিদিনের প্রতিযুগের সত্য ? আমরা জানি কবিতার আনন্দ আসে কখনও বিষণ্ণতার বেশে, উদাসীনতার বেশে কখনও, কখনও ক্ষোভ আর অন্তর্লীন প্রতিবাদের বেশে। যে বিষয়কে ঘিরেই কবিতা হয়ে উঠুক না কেন, সেই কবিত া, সবথেকে আগে কবিতাই যদি হয়ে ওঠে, সেটাই আমাদের আনন্দ। আমরা জয়ের, বই থেকে ছিঁড়েনেওয়া, যে কবিতার বিষয়ে এখানে দুচার কথা জানতে চাই, সেই কবিতার ছাত্রীটি কালো একটা ভ্রুকুটির কাছে নিপায়ভারে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কবিতাটির স্তবক থেকে স্তবকে যেতে যেতে আমরা বিস্ময়করভাবে পৌঁছে যাই, ঠাসা,পাহাড় প্রমাণ, এমনই এক মানসিক উত্তেজনায়, যে মানসিক উত্তেজনা খাসা একটা ব্যাপার, একবার যাকে ছুঁয়েছে, আঠারো ঘা তার কাছে নস্যি মাত্র।

বালির ঝুরঝুর শব্দে, বালিতে, অনেকবছর ধরে আমরা প্রায় ঢাকা পড়ে যাচ্ছি। আর, এইরকমই তো হয়। হয়ে আসছে। কখনও স রেখার মতো একটা আলো, কখনও সাতটি তারার তিমির। 'ইতিহাস বিছানায় মৃতপ্রায় মুগ্ধ অন্তঃসত্তার মতন'। ---আমরা যখন কবিতাটার উপবিষয়ে আচ্ছন্ন, ঠিক সেখানেই, কবিতাটার অসামান্য বুনুনি। যথার্থএক কবির দক্ষতায়, লিখনশৈলীর অসামান্য মোচড়ে , প্রায় এক মাতৃহৃদয়ের মমতায়, কবিতার মূল বিষয়টা আমাদের সামনে প্রায় অজান্তেই একটা 'u-turn' নিয়েছে। অর্থনৈতিকতা জয়কে নিশ্চয়ই গ্রাস করেনি। আমাদের পুরো মনোযোগ জয় এখানেই এক আলোকুসুম স্নেহের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কবিতা তো তত্ত্ব নয় কোনো লিপিবদ্ধতার। সেই অনুভূতি সমেত আমাদের নিয়ে জয় সরাসরি হাজির হয়েছেন কবিতার ছাত্রীটির কাছে। আর আমাদের সমস্ত শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, সমবেদনা ঝরে পড়েছে নিশ্চুপ ছাত্রীটির বিরক্তিকর, দীর্ঘশ্বাসময়, পীড়াদায়ক জীবনে।

এইসব সম্পর্কগুলো শহর একটু উদাসীনভাবে আড়াল করলেও আমরা বুঝতে পারি, রাস্তা দিয়ে হাজার মানুষের হেঁটে চলার আনন্দ, গানের পাশাপাশি এই ঘরে স্তব্ধতা ফিসফিসানি একটা উন্মত্ত চিৎকার হয়ে আছড়ে পড়ছে ছাত্রীটির জীবনে। তার সহপাঠী সহপাঠিনীদের তির্যক কথাবার্তা, তার প্রতিবেশীদের অদম্য কৌতূহল হাজার চোখে কেন্দ্রীভূত হয়ে বিদ্ধ করছে তার জীবনকে।---মানুষের সভ্যতার পতন বোধহয় অনেক আগেই শু হয়ে গেছে, জয় এইকবিতায় দেখিয়েছেন আমাদের সেই পতনশীল সভ্যতার অবস্থান। বয়ঃসন্ধিকালের এক ছাত্রীর আশ্রয়হীনতা, তার স্তব্ধ অভিযোগ, অভিমান, দমবন্ধ করা একটা কান্না যা আমাদের শহরকে কাঁপিয়ে দিতে পারে। কিন্তু, সত্যিই শহরকে কাঁপিয়েছে কি ? স্বাভাবিকভ াবেই আমাদের মনে পড়তে পারে কাঁটাওলা এক মঙ্গলময়তা, মনে পড়তে পারে 'মানুষের সঙ্গে আর মেলামেশা সঙ্গতও নয়/মনে হয়, এর চেয়ে কুকুরের শ্লেষ্মাও মধুর।'---কিন্তু, মা ? আধখানা বাবা ?

এ হচ্ছে সেই কবিতা, আমাদের ভাষার চার লাইনের বিখ্যাত এক কবিতার কিছু শব্দ নিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে, যে-কবিতার মধ্যে জ্বর আছে, লাভা আছে, অভিশাপও আছে। --- একটা লম্বা দুঃস্বপ্ন সাত- আট ভাঁজ হয়ে লেপ্টে রয়েছে কবিতাটায়। স্তব্ধতা আর চিৎকারের মাঝখানে, এ হচ্ছে সেই কবিতা যে - কবিতার ভেতরে শেষ - পর্যন্ত একটামুখকেই শুধু দেখতে পাই আমরা। একটা ছাত্রীর মুখ। ব্যক্তিগত জীবনের কিছু দেখা - শোনা - জানার হিম অভিজ্ঞতার প্রতিফলনে অনবরতই যে মুখ, যে-মুখের মুখরেখাগুলো এত পরিষ্কারভাবে বদলে বদলে যাচ্ছে যে আমরা তা ছবি মতো দেখতে পা চ্ছি। মাত্র এগারো - বারো পঙক্তির এই আপাতনিরীহ কবিতাটায় পুরো একটা Film, গোটা একটা উপন্যাস ঠাসা রয়েছে যেন, এমনই সব বাদ যা আমাদেরও ছিন্নভিন্ন করে। কবিতাটায় শেষ লাইনের এই 'ছিন্নভিন্ন' শব্দটা, বলাই ব াহুল্য, লক্ষ করবেন সকলে। ---জয়ের প্রেমের কবিতা পড়তে পড়তেআমাদের অনেক ছেলেমেয়েরা 'প্রেম' শিখেছে। প্রেমের কবিতায় জয় অবশ্যই এক মস্তকারিগর। প্রেমের সেসব কবিতায় জয় ওস্তাদ হতে পারেন, কিন্তু স্নেহের এই কবিতায় জয় অসামান্য।

এই কবিতাটায় অবশ্য সুন্দর একটা রহস্য আছে। কবিতাটার নাম জেনে আমরা কখনও যদি কবিতাটা পড়ি, কবিতাটার অন্তর্গত আততি আমরা ততোটা টের পাবো না। কিন্তু, কবিকৃত নামটা আমরা যেই কবিতাটার সঙ্গে জুড়ে দেবো, আমরা যখন কবিতার নামটা জেনে পড়বো এই কবিতাটা, তখনই কবিতাটা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে। জয়ের অধিকাংশ কবিতাই

দীর্ঘ, দীর্ঘতর। কিন্তু, সত্যিই, ছোট্ট এই কবিতাটায় space গুলোও তাঁবুর মতো ফুলে উঠে সত্যকে ছুঁতে চাইছে।

প্লেটো যদি আমাদের সময়ে আবার জন্মাতেন, আমার মনে হয়, তিনি কবিদের রাষ্ট্রে ফিরিয়ে এনে প্রথম সারিতেই বসার জায়গা করে দিতেন, অবশ্য এই মিথ্যাচার আর দুর্গন্ধের মধ্যে ফিরে এসে কবিরা মাথায় মুকুট পরতে সম্মত হতেন যদি।

They read quickly, badly and pass judgment before they have understood. - Santre

আমাদের প্রতিভাবান না হলেও চলবে। একটা কবিতা অনুভব করতে গেলে যে কবি বা কবিসমান হতে হবে তেমনও কথা নেই কোনো। --- এই কবিতাটা, সত্যি কি, বিশ্লেষণ করার মতো কোনো ক্ষমতা আমার নেই। বিশ্লেষণ করারমতো কিছু নেইও কবিতাটায়। দুর্বোধ্যতার কোনো জটিল মুখোশও নেই। শুধু, আমাদের মাননীয় পাঠকসমাজের কাছে আমার দুয়েকটা অনুরোধ / আবেদন রাখতে ইচ্ছে করছে যে, কোনো সার্থক কবিতাই দুর্বোধ্য নয়। কবিতা পড়ার সময় আম াদের অবশ্যই এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে, শুধু কবিতার মানে বোঝার জন্যেই যেন আমরা কোনো কবিতা না পড়ি। কবিতাটা আমরা দু-তিনবার পড়ি না কেন ? চারবার ? শান্তভাবে। সমর সেন যাঁকে আমাদের বখাটে জেনারেশনের সের া কবি বলেছিলেন, সেই এলিয়ট সাহেব একবার লিখেছিলেন যে, এটা আশা করতে হবে যে,কবিতা পাঠকেরা অন্তত একটু ঝক্কি পোহাবেন, একজন ব্যারিস্টার যেমন একটা মোকদ্দমার গুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটাপড়ছেন। --- কবিতা যে মানে বোঝ ার আগেই পাঠকের সঙ্গে একটা যোগাযোগ তৈরি করে নেয়, একথাও তিনি আরেক জায়গায় বলেছেন। কিন্তু আমি এখ ানে এলিয়টের ঝাঁপি খুলতে বসিনি। তবে, একথাও তো আমরা জানি যুক্তি দিয়ে যে শিল্প যত কম বোঝা যাবে সে শিল্প তত মহৎ --- আরেকটা কথা এই সূত্রে আন্তরিকভাবে বলে রাখি, কবিতার দুর্বোধ্যতা বিষয়ে আমরা যেন অপরের কথা না শুনি, স্ববিচারে তার আনন্দ যেন উপভোগ করতে পারি তার আনন্দ। আমরা যেদিন সত্যিই অনুভব করতে পারবো কবিতাপাঠের আনন্দ সেদিন কত তুচ্ছ মনে হবে যে কতকিছু।শুধু স্থানীয় সংবাদ যথেষ্ট মনে হবে না তখন, সারা পৃথিবীট াকেই ভালোবাসতে পারব আমরা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com